বাঙ্গালী জব্দ ভাতে

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত

প্রাপ্তিস্থান—

মহাজাতি সাহিত্য মন্দির

১৬৮/১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য /০ এক আনা।

বাঙ্গালী জব্দ ভাতে

ইঁদুর জব্দ বিড়ালের কাছে, কুকুরের কাছে শ্যাল,
হাতী যদি পড়ে গর্ত্তে কাদায় প্রাণ নিয়ে নাজেহাল।
সাপ জব্দ থাকে সাপুড়ের কাছে ফোঁস ফোঁস মিছে,
দুর্দ্দশার শেষ থাকে না পড়িলে বাঘের সম্মুখে ছাগ।
ফড়িঙ্ জব্দ শালিকের কাছে, সাপের মুখেতে ব্যাঙ্,
দুষ্ট ছেলে জব্দ গাছে উঠে যদি পড়ে গিয়ে ভাঙে ঠ্যাং।
ভূত জব্দ হয় ওঝার কাছে, মাকড়সা বুনে' জাল,
ধান জব্দ হয় ঢেঁকির কাছে বা'র করে' দেয় চা'ল।
বউ জব্দ রাখে দুরন্ত শ্বাশুড়ী বাঘিনী ননদী ঘরে,
বুড়ো বর নাচে ডুগ্ডুগি বাজে যুবতী বধূর করে।
দিনে জব্দ দেখি যত পেঁচা পাখী, রাতকানারা রাতে,
তার চেয়ে এবার ভীষণ ব্যাপার বাঙ্গালী জব্দ ভাতে।
ভাতের জ্বালায় মর্লো কেঁদে পড়্লো আছাড় খেয়ে,
বাংলার ছেলে বাংলার মেয়ে দুনিয়ার পানে চেয়ে।
লক্ষ লক্ষ হয় প্রাণ বলিদান অকালে ফুরায় হাসি,
মর্লো দেশের কর্ম্মী যাহারা দেশের মজুর চাষী!
সন্তানহারা জননীরা কাঁদে, মা-হারা দেশের ছেলে,
বুক ভেঙে গেছে শোকের অশ্রু নিত্য দিতেছে ঢেলে।
দু'মুঠো ভাত পারেনি দিতে বৃদ্ধ পিতার মুখে,
মৃত্যু-যাতনা হেরিল পুত্র বাজিল ভীষণ বুকে।

শিশুর খাদ্য পারে না জোগাতে জনকের বুকে জ্বালা,
আছ্‌ড়ে সন্তান মেরে ফেলে শেষে টেপে বনিতার গলা।
কত বীভৎস কাণ্ড ঘটে গেল ভাতের কারণে হায়!
কত সংসার গেল ছারেখারে অভাবের তাড়নায়।
ওলোট-পালোট দুনিয়া হ'ল বাজারে আগুন জ্বলে,
চোরাবাজারের ব্যবসায়ীদের দুষ্টবুদ্ধির ফলে।
চোরা ব্যাপারীর দরজায় গিয়ে কত মানী হতমান,
যুক্তকরে তারা দাঁড়িয়ে সেধেছে চাল দিয়ে কর ত্রাণ।
গোপনে করেছে দস্যুবৃত্তি তারা—গৃহস্থের টাকা লুট,
চোরা ব্যাপারীর বুকে পোরা ছিল এত বিষ কালকুট।
শিশুর খাদ্য রোগীর পথ্য ওষুধের অতি দর,
সর্ব্বনাশের আগুন জ্বেলেছে দেশজোড়া অতঃপর।
এত যে মৃত্যু ঘটেছে শুধু চোরা ব্যবসার পাপে,
দর চড়িয়ে দিয়েছে এমন গরীবের বুক কাঁপে।
কণ্ট্রোল-সপে কিন্‌তে ছোটে সস্তায় পাবে ব'লে,
সহরে ঢোকে পল্লীর লোক পালে পাল দলে দলে।
রেলগাড়ীতে বাদুড় ঝুলে চল্‌লো দিবস রাত্রি,
ফার্ষ্ট ক্লাসের গদিতে বসে ফোর্থ ক্লাশের যাত্রী।
ভিড়ের ঠেলায় মেল কামরায় রাজত্ব করে নারী,
লেডিস্ কারে ল্যাডের বাহার গুঁফো বাবুদের সারি।
গাড়ীর মাথায় গাড়ীর তলায় চাকার পাশেও ব'সে,
কণ্ট্রোল-যাত্রী, ভেলিবাবুরা, প্যাসেঞ্জার যায় ঠেসে।

হাত পা ছেড়ে কেউ বা পড়ে ট্রেণের তলায় চাপা,
কণ্ট্রোলের চাল কিনতে গিয়ে জীবন দফা-রফা।
ভিড়ের চাপের বেদনা আজও ডেলিবাবুদের গায়,
গিন্নী ঘষেন মালিশ তেল তাইত রক্ষা পায়।
মহাসমরের আগুন-তাতে সবাই বেগুনভাজা,
ভাতে জব্দ হয়ে বাঙ্গালী পাচ্ছে কেমন সাজা।
ঘরে ঘরে অশান্তি আজ অন্ন নিয়ে ঘটে,
ভাত ভাত ক'রে কপালে হাত বরাত মন্দ বটে!
একশ টাকার সংসার এখন পাঁচশ' টাকা চায়,
হৃদ্‌কম্প হচ্ছে সবার যমজ্বালা কম নয়!
গবর্ণমেণ্টের আন্দোলন ফসল বাড়াও সবে,
মূলো ঢেঁড়স্ গুতিয়ে খাও ভাত কমাতে হ'বে!
তরকারী খেয়ে বাড়াও গতর সিংহের মত বল,
বীর হবে ভাই বিক্রমে ধরা কাঁপ্‌বে টলমল।
স্বদেশী যুগে গান্ধীর দান চরকা হাতে ধরো,
পেটের জ্বালায় ভাইরে এখন লাঙ্গল ঘাড়ে করো।
চাকরী চাও, যাও সৈন্যদলে, নয়ত কর চাষ,
ফ্যানের তলায় আরামে বসার ছাড় সে অভিলাষ।
বাড়ীর পাশের জঙ্গল কাটো, কোদাল ধর হাতে,
কোপাও মাটি সব্জী চাষের দানা ছড়াও তাতে।
পতিত জমি চষে খুঁড়ে ফসল ফলাও দেখি,
অন্ন তোমার রঙ্ ফলিয়ে মারবে উঁকি ঝুঁকি।

কোমরে কোঁচা জড়িয়ে কলম ছেড়ে লাঙ্গল চষো,
চশমা-আঁটা বাবুর দল পান্তা খেতে ব'সো।
শাক সব্জী ধান বোন্‌বার আফিস খোলো মাঠে,
বাজাও বেনু চরাও ধেনু মিল্‌বে সুধা বাঁটে।

ডাক্তার জব্দ কুইনাইন নাই হাতে

—শশিভূষণ দাস

চন্দ্রবাবু এম বি ডাক্তার—পাড়াগাঁয়ে থাকেন, পসার হয়েছিল বেশ। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, তাঁর ডিসপেনসারীর দোরে তালা লাগিয়ে নিজের হাতে তিনি বাগানে মাটি কোপাতে আরম্ভ করে' দিয়েছেন, শাক-সব্জীর চাষ কর্‌বার অভিপ্রায়ে। লোকে ভাবে, ডাক্তারটা খেপে গেছে।

নবীন ছুটে গিয়ে ডাক্তারের পা জড়িয়ে ধরে বল্‌লো, ছেলেটার ভারি জ্বর, ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছে, চলুন আপনি আমার বাড়ী।

ডাক্তার বললেন, এখন যাব কেন? শেষ নিঃশ্বাসটা পড়ুক, তখন ডেকো, গামছা কাঁধে নিয়ে ছুটে যাব, বল হরি হরবোল বল্‌বো।

নবীন কেঁদে বল্‌লো, বলেন কি ডাক্তারবাবু? আপনি আমাদের দেশের লোকের একমাত্র ভরসা, কত কঠিন রোগের হাত থেকে লোকের প্রাণ বাঁচিয়েছেন।

ডাক্তার হেসে বল্‌লেন, ভুল তোমাদের নবীন! আমি দেশের লোকের বল ভরসা নই—ভরসা ছিল কুইনাইন, আর ভরসা ছিল সাত সমুদ্র পারের ঔষধ পথ্য। সে-সব যখন অন্তর্দ্ধান হয়েছে, তখন আমাদের বল ভরসাও গেছে, বিদ্যেও ধরা পড়েছে।

নবীন বল্‌লো, আমাদের দেশে কি ঔষধ পথ্য নেই?

ডাক্তার বল্‌লেন, আছে। কিন্তু তাতে যে আমাদের জ্ঞান টন্‌টনে।

ঘরের দোরে নাটার গাছ আছে, শিউলী, তুলসী, কালমেঘ, গোলঞ্চ, ক্ষেতপাপ্‌ড়ার অভাব নেই কিন্তু সে সকলের গুণাগুণ আমাদের জানা নেই। গরুর বাঁটে দুধ আছে, ফল পাকড়ের অভাব নেই দেশে কিন্তু এসব ফেলে আমরা তাকিয়ে থাকি বিদেশী ঔষধ পথ্যের দিকে। আমরা বিদ্যে শিখেছি বিদেশী গুরুমহাশয়ের কাছে, তারা ঢুকিয়ে দিয়েছে বিদেশী ঔষধ পথ্যের গুণাগুণ আমাদের মগজে। তারপর যেই বিদেশীরা হাত গুটিয়েছে, আমরাও চোখে সরষের ফুল দেখ্‌ছি।

নবীন বল্‌লো, এখনও ত বাজারে বিদেশের ঔষধ পথ্য পাওয়া যাচ্ছে বাবু!

ডাক্তার বল্‌লেন, পাওয়া যাচ্ছে যা, তার অধিকাংশ ভেজাল, খাঁটি যা তা দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য। জ্বরে কুইনাইন আমাদের ব্রহ্মাস্ত্র কিন্তু তা একেবারে ভারত-ছাড়া হয়েছে। কাজেই ডাক্তারী ঔষধে আর তেমন ফল হয় না দেখে, আমি ব্যবসা ছেড়ে চাষ আবাদ আরম্ভ করেছি। ছেলেমেয়ে গুলো দুমুঠো পেট পূরে খেয়ে ম্যালেরিয়া কলেরার সঙ্গে যাতে লড়াই কর্‌তে পারে, তার ব্যবস্থা কর্‌ছি। যাও নবীন! একটা কবিরাজ ডেকে এনে তোমার ছেলের চিকিৎসা করাও গে—আমাদের বিদ্যে শেখায় পণ্ডশ্রম হ'য়ে গেছে।

নবীন বল্‌লে, কবিরাজেরা যে শীগ্‌গীর জ্বর জারি সারাতে পারে না—তাদের হাতে ম্যালেরিয়ার রোগী মোটেই সারে না।

ডাক্তারবাবু নবীনের মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত ভাবে বল্‌লেন, না সারে, মর্‌তে দাও তোমার আমার ছেলেমেয়েদের বিছানার উপর ছট্‌ফটিয়ে—মরুক তারা ঔষধ পথ্যের অভাবে—আমরা তাই চোখে দেখে বুকের মধ্যে আগুন জেলে, আমাদের মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বো।

কাঁদ কাঁদ স্বরে নবীন বল্‌লো, আমরা কি পাপ করেছি বাবু যার জন্যে আজ অনাহারে মর্‌ছি, বস্ত্রের অভাবে মর্‌ছি, ঔষধ পথ্যের অভাবে মর্‌ছি?

ডাক্তার বল্‌লেন, মহাপাপী আমরা—আমাদের পাপের সীমা নেই বিদ্যে শিখে বাবু হয়েছি, গোলামি করে' টাকা উপায় কর্‌ছি কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত ছিল না যে, খাদ্য পানীয়ের অভাবে একদণ্ড বেঁচে থাক

যায় না—তার সংস্থানের আমরা কি উপায় করে রেখেছি ? যে ঔষধ পথ্যের অভাবে রোগে মর্‌তে হয়, দেশের মাঝে সে অভাব পূরণের কি ব্যবস্থা করে' রেখেছি ? এমন পরমুখপ্রত্যাশী জীবনের মূল্য কি আছে নবীন ? মরুক দেশের ছেলে মেয়ে চোখের সম্মুখে, হাহাকারে বিশ্ব সংসার ডুবিয়ে তাদের চিতার আগুন জলে উঠুক দেশের লোকের বুকে বুকে। নবীন, আজ আমরা খবরের কাগজে দেশের লোকের মরণের সংবাদ শুনে চমকে উঠছি, খাদ্য দাও, বস্ত্র দাও, ঔষধ পত্র দাও বলে' সরকার বাহাদুরের কাছে কাতর নিবেদন জানাচ্ছি। কিন্তু লজ্জা নাই আমাদের বিন্দুমাত্র। দেশের জিনিষ পায়ে ঠেলে যারা পরমুখপ্রত্যাশী হয়, বিদেশীর কাছে হাত পেতে ভিক্ষা মেগে খায়, তারা ত কুকুর বেড়ালের জাতি—পরের উচ্ছিষ্টভোগী। মরুক না কেন তারা লাখে, লাখে, কোটীতে কোটীতে, বিধাতার সৃষ্টির কি তাতে ক্ষতি বৃদ্ধি আছে ?

নবীন বল্‌লো, এজন্য কি আমাদের দেশের লোক অপরাধী ?

ডাক্তার বল্‌লেন, দেশের লোকই ষোল আনা অপরাধী। তুমি যদি [illegible]র ঘরে রান্না ক'রে না খেয়ে, পরের বাড়ী নিমন্ত্রণের আশায় [illegible]ক অনাহারে মর, দোষ তোমার নিজের না পরের ? তোমরা [illegible]ত পাচ্ছ না, ডাল পাচ্ছ না, দুধ ঘি পাচ্ছ না, মাছ মাংস উপাদেয় খাদ্য কিছু খেতে পাচ্ছ না—এসব কি তোমাদের দেশে জন্মে না—চেষ্টা করে' কি তোমরা নিজের আবশ্যক মত জন্মাতে পার না ? চরকায় সূতো কেটে কাপড় তৈরী কর্‌তে হাতে একদিন ব্যথা ধরেছিল, না ? কবিরাজের ঔষধের অনুপান জোগাড় করতে বড়ই বিরক্তি এসেছিল, কেমন ? আজ তার প্রায়শ্চিত্ত নবীন ! মরণ-যজ্ঞ উপস্থিত—হোমের আগুনে এস আমরা দলে দলে ঝাঁপিয়ে পড়িগে।

নবীন কেঁদে উঠে বল্‌লো, বাবু ! আমি মর্‌তে রাজি আছি, কিন্তু আমার একমাত্র ছেলেটাকে বাঁচিয়ে দিন।

ডাক্তার বল্‌লেন, বেঁচে কি হবে ? পাপীর দলের সংখ্যা বাড়িয়ে দেবে বইত না ? কিন্তু বাঁচবার মত বেঁচে থাক্‌তে সে কিছুতেই পারবে না। এ দেশের লোক নিষ্ঠুর, নীচ, অপদার্থ এদের সংখ্যার বৃদ্ধির প্রয়োজন কি নবীন ? যখন হাজার হাজার দেশের লোক চাউল ডাইলের অভাবে,

ঔষধ পথ্যের অভাবে, চোখের সম্মুখে নিত্য প্রাণত্যাগ করছে, তখন যে দেশের লোক চোরাবাজারে খাদ্য, ঔষধ পথ্য পাঠিয়ে তাদের মৃত্যুর একমাত্র কারণ হ'তে পশ্চাৎপদ হয় না, ক্ষুব্ধ হয় না, লজ্জিত হয় না,—যে দেশের লোক দুর্ভিক্ষে, দাতব্য চিকিৎসালয়ে অর্থ দান করতে কুণ্ঠিত হ'য়ে থিয়েটার ও বায়োস্কোপে অর্থ ধ্বংস করতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করে না, সে দেশের উপর ভগবানের অভিসম্পাত, তাই চলেছে এই মরণ-লীলা, তাই বেজে উঠেছে চারিদিকে ধ্বংসের বাজনা। যাও নবীন ঘরে ফিরে—রোগ চিকিৎসা আর আমি কখনও করবো না, বরং মরণের ঔষধ যদি কেউ চায়, আমি দিতে কুণ্ঠিত হ'ব না।—বলেই ডাক্তার দ্রুত ছুটে গেলেন অন্যত্র—নবীন কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরে গেল।

[১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষের সময় এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়।]

বাঙ্গালী মেয়ের আকাশ যুদ্ধ

বাহির হইল। অপূর্ব্ব বিস্ময় আনন্দ শিহরণে অভিভূত করিবে
মূল্য ১৷৷০ টাকা—ভিঃ পিঃ তে ১৸০ সাত নিকা পড়িবে।

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

মহাজাতি সাহিত্য মন্দির
১৬৮/১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রিন্টার শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক "সরস্বতা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৬৮।১ সি রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।